জীবন ও
প্রেমের
মিথ
কাজী নাবিল

উৎসর্গ

স্বল্পদৈর্ঘ্য আয়ুর জীবনে,
যে আমায় দীর্ঘদিন ধরে ভালবাসে।

কবি পরিচিতি

জন্মের পর থেকেই আমার কোন দুরন্ত শৈশব ছিল না। নিয়মে বন্দী জীবন ছিল না কখনো। ছেড়ে যাওয়া প্রত্যেকটা মানুষ, পিঠে আঘাত করা একেকটা হাত, হাঁটতে হাঁটতে বদলাতে দেখা পথিকের জীবন আমাকে কবিতায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আপদমস্তক আমি এক
ব্যর্থ মানুষ, বেঁচে আছি হয়ে ব্যর্থতার জলজ্যান্ত উদাহরণ। প্রতিবার হেরে আর বারবার হারিয়ে এসে কবিতাই আমার পরিচয় হয়ে গেছে। আমি মূলত কবিতায় যাপন করছি, খুচরো পয়সার জীবনে ফুরিয়ে নিচ্ছি আয়ু। কবিতা ছাড়া আমার কিছু নেই,আমিও কেউ নই।

কাজী নাবিল

জীবন ও প্রেমের মিথ

সহজ ছিল প্রত্যাখ্যান
- কাজী নাবিল

ভালবাসা হৃদয়ঙ্গমে আপনি,
আপদমস্তক আমার ভেতর হতেন বিস্তারিত।
আমার মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়,
আপনার বিচরণ ছিল অবিরত।
নিঝুম রাতে প্রিয়তমা শব্দের তর্জমায়,
আমি যতবার হয়েছি নিস্তব্ধ।
ঠিক ততবারই আমি জেনেছি,
আমার এই জীবনের,
আপনি'ই প্রতিশব্দ।
তাই
আপনাকে ভালবাসা বুঝাতে চেয়েছি;
শব্দকোষের সবচেয়ে রূপবতী শব্দে,
কবিতার সবচেয়ে সুনিপুণ শব্দশৈলীর ছন্দে।
আমি ভালবাসা বুঝাতে চেয়েছি;
সব শুদ্ধতম ছোঁয়ায়,
কিংবা
মুখোমুখি দৃষ্টি মিলন,
গল্পের সহজবোধ্য ভাষায়।
কিন্তু
আপনাকে ভালবাসা বুঝাতে পারেনি;
আমার ফারসি ভাষার চোখ,
জানেন তো;
ভালবাসা'ই মূলত ভালবাসার অনুবাদক।
প্রত্যাখানের প্রকাশভঙ্গিতে,
আপনি আমায় রেখেছেন,
অচল এক প্রতিশ্রুতিতে।
অনাগ্রহী প্রতিশ্রুতির চেয়ে,
ঢের ভাল ছিল সহজ প্রত্যাখ্যান।
এমন
অজানিত হয়ে ;
পাশাপাশি থাকার চেয়ে,
বেশ ভাল দূরে অবস্থান।

শেষ দেখায় আমি
- কাজী নাবিল

শেষ দেখায় আমি তোমাকে চিনতে পারছি না;
তোমার যে চোখে ছিল,
প্রবল প্রেমের নদী।
সে চোখ কেন আজ,
অভিমুখী হয়েও আমার বিরোধী।
ভীষন অপরিচিত লাগছে,
তোমার শেষ স্পর্শ।
অথচ আমি তো এই স্পর্শের ;
গভীরতায় ডুবে থাকতে চেয়েছি শতবর্ষ।
কিন্তু
আজ
নিকটবর্তী দূরত্বেও,
তুমি দূর যেন এক আলোকবর্ষ।
শেষ চুমুতে যখন ঠোঁট রেখেছি ঠোঁটে;
আমি ছুঁতে পারিনি তোমার বহুগামী হৃদয়,
আটকে গেছি তোমার হৃদয়ের চৌকাঠে।
গাল ভর করে শুলে,
যখন তুমি আমার বক্ষস্থলে।
আমি শুনছি না আর আমায়,
তোমার হৃদস্পন্দনের চলাচলে।
অতি কাছ থেকে চেনা তুমি,
কি ভীষণ অজানিত হয়ে এসেছো।
অন্তিম মুখোমুখিতে কাছে আসার অনেক আগেই,
তুমি আমার অনেক দূরের মানুষ হয়ে গেছো।

যাযাবর

- কাজী নাবিল

নাগরিক আয়ুতে ভর করে;
পথিক হয়ে হেঁটে যাচ্ছি,
কোথায় গন্তব্য নিজেও জানিনা।
আমি আছি সেখানেই,
যেখানে থাকার কথা ছিল না।
ছেড়ে যাচ্ছি ;
থাকার জায়গা, পরিচিত সমস্ত মুখ, আপন শহর।
একটু ঘুমের জন্য আজকাল;
বিছানার সাথে,
পাল্টে ফেলি শহর।
কারো ভেতরে খুঁজতে,
একটু আশ্রয় একটা ঘর।
আমি ঘুরে বেড়াই,
চেনা-অচেনা একেকটা শহর।
আশ্রয় হয়ে আসা নারীরা জানে;
আমি কেবলই এক ভালোবাসা সন্ধাতা হৃদয়,
কিংবা ঘর না পাওয়া পথিক।
যাকে রাখার ব্যাপারটা;
যদিওবা অনুভূতির,
ছাড়ার হিসাবটা গাণিতিক।
কোথাও একটু ঠাঁই পাইনা,
কেউ হয়না ঘর।
ক্যালকুলেটর বুকে নিয়ে ঘোরা;
নারীদের এই ভূখন্ডে,
হৃদয় নিয়ে আমি হয়েছি যাযাবর।

যা সমস্ত কিছু তোমার অজানা
- কাজী নাবিল

তুমি দেখতে পাচ্ছো না;
কেউ মাথা রাখলে তোমার বুকের উপত্যকায়,
আমার ভেতর একটা শহর ভেঙেচুরে যায়।
তুমি জানবেই না;
একটা জীবনে কতটা জুড়ে গেলে,
কেউ নিঃস্ব হয়ে যায় তোমায় হারালে।
তুমি বুঝলেই না ;
তুমি ঠিক কতটা স্পষ্ট হলে,
আমার জলজ্যান্ত শরীরে।
বুকে হাত রাখলেই,
তোমাকে টের পাওয়া যায় অন্য এক বুকপাজরে।
শুনতে পাচ্ছো না তুমি,
ঠোঁটের খুব কাছে এসে।
শতবার উচ্চারিত হও,
আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে।
তুমি ভাবতেও পারো না,
তুমি কি করে মিশে থাকো মগজে।
ভুল চেয়েও তোমাকে,
ভুলতে পারছি না সহজে।
তুমি শুনতে পারবে না,
আমার পাজর ভাঙার শব্দ।
তুমি টের পাবেনা,
কতটা ঝড় বয়ে গেলে হয়ে যাই নিস্তব্ধ।
উপলব্ধি করতে পারবেনা;
কিভাবে তুমুল শান্তিহীনতায়,
রোজ থাকছি শান্ত।
তুমি খবর পাবেনা,
তোমাকে হারিয়ে বারংবার হচ্ছি সর্বস্বান্ত।

বিস্ময়কর মানবী
- কাজী নাবিল

মেয়েটাকে প্রথম দেখেই জেনেছি-
এক সেকেন্ডে আমাকে মুগ্ধ করার,
ক্ষমতা মেয়েটা তার কাছে রাখে।
পরস্পরের দৃষ্টির প্রথম মিলনে দেখেছি-
আস্ত আমাকে তার চোখের ভেতর,
ডুবানোর ক্ষমতা তার চোখের চাহনিতে থাকে।
মেয়েটাকে প্রথম ছুঁয়ে অনুভব করেছি-
প্রবল ভালবেসে কাউকে ছুঁলে,
হাতের সে স্পর্শটা আস্ত হৃদয়টা শীতল করে তোলে।
টের পেয়েছি মেয়েটাকে করা প্রথম আলিঙ্গনে-
বুকে মাথা রেখেও সে,
প্রবেশ করতে পারে হৃদয়ের গহীনে।
আমার বুকে ফেলা তার প্রতিটি নিঃশ্বাসে,
মেয়েটা মিশে যেতে পারে আমার প্রতিটি হৃদস্পন্দনে।
আমি ইহকালে দাঁড়িয়ে,
পরকাল দেখি মেয়েটার দিকে তাকিয়ে।
মেয়েটা স্বর্গ রাখে তার বুকে,
নরক
তার কান্নায় ভেজা মুখে।মেয়েটা
সে বিস্ময়কর মানবী-
যে কল্পনা হয়ে থাকে ছড়িয়ে আমার চারিদিক,
অনুভবে মিশে হয়ে গেছে আমার পৃথিবী।

ফিরবে না

- কাজী নাবিল

তুমি চাইলেইও,
ফিরতে পারবে না আমার কাছে।
আমার কাছে না থাকার,
অনেক কারণ তোমার সাথে আছে।
ভাজ খোলা তোমার শরীর,
রাজনীতি শিখে গেছে।
মস্তিষ্ক তাই ;
ইংরেজির লাভ এর তোয়াক্কা না করে,
বাংলার লাভটাই বুঝে নিয়েছে।
ফিরতে তোমায় আটকাবে,
হাতের চুড়ি,কাবিননামায় করা স্বাক্ষর।
যদিওবা তান্ডব চলে ভেতর ভেতর,
তবুও তুমি আসবে না ছেড়ে ক্ষণজন্মা এক ঘর।
আমায় ভুলতে তুমি,
পালটে ফেলবে মুঠোফোন আর ঠিকানা।
সেই সাথে হয়ে উঠবে;
এক নতুন তুমি,
যে আমার জন্য অজানা।
সিগারেট কমাচ্ছি কিনা,
আর জানতে চাইবেনা।
কোথায় আছি,কেমন আছি, কিভাবে আছি,
এসব কিছুই রাখবে না আর খবর।
নিজের ভেতর আড়াল করবে,
জীবিত আমার কবর।
কিছু সুখ স্বপ্ন হবে
তোমার চোখের কোঠায় জমা,
মহিলা থেকে হয়ে উঠবে "মা"।
এভাবেই বছর ঘুরবে ক্যালেন্ডারে।
ফিরতে তুমি এখনো অক্ষম,
ক্রমশ জড়িয়েছো নিজেকে সংসারে।

জীবন থেকে;
আমায় মুছে দেবে,
সময়ের প্রয়োজনে।
তোমার ফেরা হবেনা,
সেই পুরনো জীবনে।
সমস্ত অতীত ভুলে তুমি,
কিছু মানুষের কাছে ঘর হবে।
নিয়ম,দায়,দায়িত্ব,
এসবের ছকে বাঁধা জীবনে।

ফারজানা তোমাকেই
- কাজী নাবিল

ফারজানা
আমি এলোমেলো হয়ে গেছি,
সারাদিন তোমায় অহেতুক ভাবছি।
তোমার সাথে থাকা স্মৃতি,
হাতড়ে বেড়াচ্ছি।
প্রতিটি নাগরিক মুখের ভেতর,
তোমাকেই খুঁজে যাচ্ছি।
প্রিয় সমস্ত কিছুতে অকারণ,
তোমাকেই জড়িয়ে নিচ্ছি।
সময়ের ব্যবধানে;
আসক্তি কেটে যাওয়ার ভয়ে,
আমি তোমাতে আক্রান্ত হয়ে উঠি।
ধীর বিষ হয়ে তুমি,
বিচরণ করছো প্রতিটি শিরায়।
প্রিয় কবিতায়;
আমার সতর্ক চোখ,
প্রতি লাইনে খুঁজছে তোমায়।
প্রিয় গানের প্রতিটি লাইনে,
চোখ জুড়ে হচ্ছে কেবলই তোমার স্লাইডশো।
সেই মুহূর্তে হুট করে বেড়ে ওঠা হৃদস্পন্দনে,
তুমিইতো বারবার ফিরে আসো।
পাচ্ছো আশ্রয়,
আমার প্রতিটি প্রার্থনায়।
নিজেকে ভুলেও;
মনে রাখছি তোমায়।
যা
এখনও তোমার অজানা।
এলোমেলো প্রকাশভঙ্গিতে করছি,
গোছানো কিছু অনুভূতির বর্ণনা।
আমায় একটু ভালবাসবে ফারজানা?

প্রিয়তমা শহরে
- কাজী নাবিল

প্রিয়তমা শহরে আমি,
ভয়ানক একা হয়ে গেছি।
শূন্যতা কথা বলতে শিখেছে,
সুখের স্মৃতি গুলো মাথা থেকে পালিয়েছে।
নাগরিক জীবনের শহুরে কোলাহলে
একটুও হাসিনি,
এভাবে কেটেছে বহুক্ষণ।
বুকের ভেতর একাকীত্বের যন্ত্রণারা,
দলবেঁধে করছে অন্বেষণ।
না পাওয়া অনেক কিছু সংযুক্ত হয়েছে অপ্রাপ্তির তালিকায়,
বেড়েছে বিষাদ নিজেরই অনিচ্ছায়।
সব হারানোর স্মৃতিরা,
লেপ্টে রয়েছে শহরের প্রাচীর জুড়ে।
শীতল হাসি মুখে টাঙিয়ে,
আমি ভেতর ভেতর যাচ্ছি পুড়ে।
নগরের কর্পোরেট সকালে;
এত মানুষের ভীড়ে
অকাল বিধবার মতো,
নিঃস্ব হয়ে যাই বাসস্টপেজে দাঁড়ালে।
উদাস করা ছারখার দুপুরে,
টের পাই নিঃশব্দে হৃদয় যাচ্ছে ভেঙেচুরে।
অজ্ঞাত নামা এক বিষন্নতা,
নামিয়ে আনে মাঝবয়েসী বিকাল।
এত সুখী মানুষের মাঝেও,
বুঝি আমার সুখের আকাল।
ঘরহীন বাড়ি ফেরার সন্ধ্যায়,
আজকাল বসছি না চায়ের আড্ডায়।
বাড়ি ফিরেও আমি পাচ্ছিনা,
আমার একান্ত কোন আশ্রয়।
সময় গড়িয়ে রাত হয়;
একেকটা রাত কেটে যায়,
বীভৎস অস্থিরতার বিনিদ্রায়।

রাতের দীর্ঘশ্বাসে ভর করে,
নতুনত্ব না নিয়েই জেগে উঠে ভোর।
জেনে রেখো,
আমার প্রথম সবকিছুর সাক্ষী,
আমার স্মৃতির কবর।
নাগরিক আয়ুতে আমি,
আর ভালো থাকি না তোমাতে প্রিয়তমা শহর।

দ্বিতীয় প্রেমিকা
- কাজী নাবিল

চোখের পাতায় ত্বকের ভাজের সমীকরণ,
মায়াবী চোখের ভেতর প্রবল প্রেমের অবাধ বিচরণ।
নজর কাড়ানো উজ্জ্বলতায় ভেসে উঠা,
আপনার কপালের টিপ।
বুকের মানচিত্রে আপনি,
এক অজ্ঞাতনামা রূপসী দ্বীপ।
চেহারায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে প্রানবন্ত নিষ্পাপতা,
নাকের ডগায় জড় হওয়া স্নিগ্ধতা।
কবিতা ঠাসা আপনার,
ঘন মেঘকালো কুন্তল।
ঠোঁটের নিকটবর্তী তিলে,
নামিয়েছে অমাবস্যার আঁচল।
ওষ্ঠ থেকে নিঃশ্বাসে ভর করে,
চিবুক অবধি ছড়াচ্ছে বাহারী ফুলের সুবাস।
হৃদয় আড়ালে রাখা আপনার বুক,
যেন আস্ত এক আকাশ।
আকাশ রাখা বুকে,
যথেচ্ছভাবে থাকা তিল একেকটা নক্ষত্র।
সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার,
মমতার প্রকাশ দেখি আপনার সর্বত্র।
পাঁচ ফুট উচ্চতার রক্ত মাংসের আপনি,
নিজেই এক জলজ্যান্ত কবিতা।
আজকাল আমার লেখা সমস্ত কবিতায়,
আমার'ই অজান্তে আপনি এসে যান।
খোদা প্রদত্ত আয়ুতে আপনি'ই আমার প্রাণ।

কফি ডেট

-কাজী নাবিল

তোমার জন্য বৃষ্টি এসেছে,
বৃষ্টিতে রেখেছি চোখ।
বৃষ্টিস্নাত শহরে ভেজা ঠোঁটের,
চুমুর গল্পটা তোমার- আমার হোক।
তোমার জন্য মগজে কবিতা এসেছে,
তোমার বর্ণনা কবিতায় হয়েছে ছন্দ।
এমন বৃষ্টিভেজা দিনে,
হোক সে কফি ডেট।
কফির যে ফ্লেভারটা তোমার পছন্দ।
চোখে নিয়ে একরাশ প্রেম-
তোমার জন্য করছি,
স্বরচিত সে কবিতা আবৃত্তি।
যে কবিতার বিষয়বস্তু তুমি,
তোমায় ঘিরেই ঐ কবিতার বিস্তৃতি।
তোমার জন্য এই শহরে,
বারংবার বৃষ্টি হোক।
প্রতিটি কফি ডেটে,
পরস্পরের চোখে রাখবো চোখ।
এমনি করে তোমার ভেতর আমার,
আরও ডুবে থাকা হোক।

তুমি নেই তবুও কবিতা আছে
- কাজী নাবিল

তুমি নেই,
তবুও আসে ভোর।
নেই হাসিমুখ
ভাঙছে পাজর।
তোমার রিক্ততায় মেতেছে,
আমার গোটা শহর।
নিস্তব্ধতা ঘিরে থাকা,
দুঃখের আয়ুতে জন্ম নেয় বিষাদী দ্বিপ্রহর।
বাড়ি ফেরার বিকালে,
নির্জনতার সুর বেজে ওঠে নগরীয় কোলাহলে।
আজকাল প্রেমহীন সন্ধ্যায়,
অপরিচিত দুঃখীদের পাশে বসছি পরিচিত পানশালায়।
মাতাল শরীরে ভর করে
তোমার পিপাসা নিয়ে রাতে ফিরি ঘরে।
অগোছালো আমি শুই
পরিপাটি বিছানায়।
সুখ স্বপ্ন পিষে দেয়া তোমায়,
লিখে রাখি কবিতায়।
এমনি ই থাকছি আমি তুমিহীন,
রূপবতী স্মৃতির বীভৎস দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি একেকটা দিন।
যাচ্ছে কেটে রবি থেকে শনি,
বুঝে গেছি কবিতা ব্যতীত কোন কিছুই থাকার জন্য আসেনি।
অনিশ্চিত আয়ুতে
নিশ্চিত করে চাইছি না তোমাকে,
হচ্ছি না তোমাতে বুদ।
অপমৃত্যু ডিঙিয়ে আসা আমায়,
জীবন দেখান কবিতার সোয়েব মাহমুদ।
তোমাকে ছাড়া সব আগের মতোই আছে,
শুধু আমার পৃথিবীটা অনাথ হয়ে গেছে।

তোমার চলে যাওয়াতে,
আমি ভেঙে পড়ে ফের উঠি কবিতায়।
জানো তো প্রতারক আঙুল কবিতা লেখেনা,
তবে রূপবতী শব্দের কবিতা হয়ে যায়।
প্রিয়তমা থাকেনা
থাকে কবিতা ।
যেহেতু কবিতা শিখেনি তঞ্চকতা।

তুমি আমার এমন হও
- কাজী নাবিল

তুমি আমার এমন আপন হও,
যে কখনো হবেনা পর।
আমাকে রেখে দাও,
তোমার ভীষণ ভেতর।
যেখানে
আমার অবশিষ্ট আয়ু হবে,
তোমার ভেতর অতিবাহন।
আমাকে প্রেমে বিদ্ধ করো;
ক্রুশে যতটা বিদ্ধ ছিল যীশু,
তোমার ভেতর আমি'ই হব,
ঘর পালানো দূরন্ত এক শিশু।
ভালোবাসার বন্ধন সুতোয় ;
আমায় এত কাছে টেনে নাও,
যত কাছে গেলে উঠি আরও জাজ্বল্যমান।
পরস্পরের বুকের অভেদ্য সন্ধিতে;
হৃদয়ঙ্গম করবে
অশান্ত এক হৃদস্পন্দনে,
তুমি শান্ত নদীর ন্যায় প্রবাহমান।
দূরত্বকে দূরে রেখে,
এমনি থাকো অদূরে।
স্পর্শ কৌশলে খুলে দাও হৃদয়,
হারিয়ে যাও বুকের নির্জন শহরে।

জীবন-২

-কাজী নাবিল

হাত ফসকে পড়া পয়সার মত,
আমি শৈশব-কৈশোরে হারিয়ে ফেলেছি সুসময়।
অন্যের দেওয়া দুঃখে,
বয়সের অংকটা ক্রমশ বড় হয়।
উচ্চতায় বাড়তে থাকা শরীর,
বাড়িয়েছে কষ্টের দৈর্ঘ্য বুকের ভেতর।
সবার আদরের শিশু আমিটা;
অবহেলার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে,
যুবক বয়সী এক জোড়া পায়ের ওপর।
কমতে থাকা অবশিষ্ট আয়ুর ক্ষন,
দুর্বিষহ করে তুলছে জীবন।
প্রতিকূলে গেছে পরিস্থিতি,
ছেড়ে গেছে সমস্ত প্রিয়জন,
মৃত্যুর আগেই,
মৃত্যুর মতো একা এ জীবন।
সময়ের স্রোতে
অনাদরে ভেসে আয়ু,
হয়েছে স্বপ্নের লাশঘর।
মানুষের কথার ছোবলে ,
ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি জীবনভর।
বারবার হেরে আর,
প্রতিবার হারিয়ে আসা আমি তো কবি হতে চাইনি।
আমি তো এমন জীবন চাইনি।
যে জীবনে
সমস্ত ব্যথা আর ব্যর্থতা,
কবিতায় পায় আশ্রয়।
নিয়তির কাছে,
জীবন বড্ড অসহায়।

ঘর একটা মানুষ
- কাজী নাবিল

পা থমকে যাচ্ছে,
ভীষণ ক্লান্ত এই বিষন্ন জীবন।
ঘর,
চলো বাড়ি ফিরি?
তোমায় না বলা অনেক কিছু,
এখন বলা প্রয়োজন।
বলা প্রয়োজন,
কেন আজও একা আছি এখন।
এ দু'চোখ,
এত কেন নিদ্রাহীন।
ব্যর্থ চ্যাপলিনের ;
কবিতা পড়তে পড়তে,
অসহায় লাগে জীবন।
দেখবে চলো;
কেমন নিঃস্ব হয়ে,
পড়ে থাকি শোবার কামরায়।
বসবে চলো;
নির্জনতা লেপ্টে থাকা,
জীবনের মতো এলোমেলো এক বিছানায়।
শুনবে গিয়ে কান পেতে;
অজস্র কান্না শব্দের,
স্বাক্ষী থাকা দেয়ালটায়।
তবে জানবে;
কেন নিজেকে বাঁধিনি,
মোহাম্মদপুরের নওমীর পায়জামার ফিতায়।
কেন রাখনি স্পর্শ,
মিরসরাইয়ের ঈশিতার হাতের রেখায়।
শুনবে কত সমস্ত ব্যথা,
লিখে রাখি একেকটা কবিতায়।
এসো;
পদার্পণ করবে আমার,
বাড়ির লঘু স্বচ্ছ মেঝেতে।

মাকে গিয়ে বলবে,
আপনার ছেলের ঘর,
ফিরে এসেছে বাড়িতে।
জানো তো;
যেথায় হয় ঠাঁই,
সেটাই মূলত আশ্রয়।
যার কাছে থাকে আশ্রয়,
সে মানুষটাই ঘর।
ঘর,
চলো বাড়ি ফিরি।
জানুক সর্বলোকে;
ভবঘুরে আমার ঘর,
পাঁচ ফুটের এক নারী

কামনা

-কাজী নাবিল

ঘুম ভেঙে উঠে তোমাকে বোবা যন্ত্রের পর্দায় না,
আমার পাশ বালিশে চাই।
তোমার অবাধ্য চুল,
সরিয়ে গালে হাত বুলাতে চাই।
না হোক কথা মুঠোফোনে,
আমি চাই-
তুমি ভাগ বসাও আমার সকালে।
আমি
বাড়ি থেকে বের হওয়ার কথাটা,
বার্তা হয়ে তোমার মুঠোফোনে না আসুক।
বিদায় বেলার চুমু হয়ে,
তোমার কপালে লেপ্টে থাকুক।
সারাদিন তুমি কোথায় আছো,কি করছো,
এমন চিন্তা না হোক।
বাড়ি ফেরা ক্লান্ত আমিটার,
তোমার কোলে ক্লান্তির আশ্রয় হোক।
শার্টের কলার উঠিয়ে,
বাড়ি ঢুকতে চাইনা তোমার আদরের ছাপ লুকিয়ে।
রাতে বন্ধ কামরায় আমাদের,
স্বর্গীয় সুখ যাপন হোক বৈধতা নিয়ে।
একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক প্রেমের যুগে,
একদম অন্দরমহলের গৃহস্থ প্রেম চাই।
এমন হাজারটা দিনে,
আমি তোমাকে চাই।
আমার আস্ত জীবনে,
তোমার হোক ঠাঁই।
তোমার সাথে আমি আমার,
পুরো একটা জীবন ভাগ করে বাঁচতে চাই।

কথা ছিল

- কাজী নাবিল

আমার তো তোমার পাশে,
থাকার কথা ছিল এই মুহূর্তে।
কিংবা,
তোমার মধুচন্দ্রিমার ছবিতে।
অথচ দেখো
পাশে থাকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভেঙে,
প্রিয় নারী চলে যায় অনধিকার দূরত্বে।
এই জানুয়ারির শীতের শরীরে,
তোমারই তো থাকার কথা ছিল
ঘন লোমস বুকের ভীষণ গভীরে।
অথচ
আমায় করে নিরাশ্রক,
তুমি ঘর হয়ে ওঠো অন্যের সংসারে।
কেবল তোমারই তো,
আকঁড়ে ধরে হাত।
আমি তোমাকেই করতে চেয়েছিলাম যাপন,
প্রতিদিন সকাল থেকে রাত।
এখনো তো,
বুক পকেট থেকে খুচরো পয়সা তুলতে গেলেই,
হৃদস্পন্দনে থাকা তোমাকে ছুঁয়ে ফেলি।
নিঃশব্দের আলাপে,
হৃদকম্পন শব্দে তোমাকেই শুনি।
হাতের রেখায় আঁকা,
তোমার স্পর্শ গুনি।
তোমার তো আমার,
ভেতর ছিল অবাধ বিচরন।
সেই তুমি আমাকেই;
মুখোমুখি পেলে,
এড়িয়ে চলে এগিয়ে যাও এখন।
নিজেকে ভুলেও মুখস্থ করা তোমাকে,
অজানিত লাগছে ভীষণ।

পালটে নিয়েছো থাকবার জায়গা থেকে শোবার ঘর,
বিছানার সাথে বদলেছে,
বিছানায় আদরের নর।
আমি তেমনই আছি,
যেমন থাকার কথা ছিলো।
অংকে দূর্বল আমি তাই,
লাভের হিসাবটা পারিনি জীবনে।
ভালবাসার কোন প্রতিশব্দে,
বহুগামিতা থাকে না কবিতার অভিধানে।
কোথায় থাকবার কথা ছিল,
কোথায় পড়ে আছি।
জীবন চলছে বিয়োগে,
আমি শূন্যের কোঠায় আছি।

একাকিত্ব

- কাজী নাবিল

আমার সমস্ত স্বপ্নের অপহন্তা,
তুমি অন্যকে সুখ স্বপ্নে সাজাও।
আমার স্বপ্নের দাবানলে,
স্মৃতি হয়ে তুমি আমাকেই পোড়াও।
তোমার রূপসী কথার প্রতিশ্রুতি,
পাচ্ছে নতুন কেউ।
প্রতিশ্রুতি ভেঙে যে বুক ছেড়ে গিয়েছিলে,
সে বুকে আঁচড়ে পড়ে যন্ত্রণার ঢেউ।
গভীর চুমুতে নতুন হৃদয়ে,
তুমি হয়ে যাচ্ছো স্বাক্ষরিত।
এ
হৃদয়ের যেখানে ছিলে তুমি,
সেখানে দহন অবিরত।
যাচ্ছো মিশে নতুন শরীরে,
সেই পুরনো আলিঙ্গনে।
আমি দুঃখ করি যাপন,
সুখ সম্ভাবনার প্রবল প্রত্যাখ্যানে।
থাকবে বলে রাখছো,
হাত অন্য এক নতুন হাতে।
অভেদ্যভাবে পাশাপাশি হেটে,
গিয়েছো চলে ভিন্ন পথে।
হাতের ভাগ্য রেখায়,
তুমি না থাকায়।
শূণ্য হাতে আমি,
একলা চলি আমার পথে।

এ জীবনে তোমার শূণ্যতায়
- কাজী নাবিল

এ জীবনে তোমার শূন্যতায়,
তুমিই থাকো সারাটা সময়।
থাকার সম্ভাবনা নেই এমন সবকিছুই,
অসম্ভব মিশে আছে তুমিময়তায়।
ক্ষণজন্মা প্রেমের সকল প্রতিশ্রুতিতে,
কথা ছিলো একসাথে হবো দীর্ঘজীবি।
একই প্রতিশ্রুতিতে তুমি পরজীবী
সমস্ত বেদনাগ্রস্ত স্মৃতি নিয়ে,
আমি হয়ে গেছি তোমার স্মৃতিজীবি।
চিরকাল কেউ,
রাখে না আমায়।
এমনকি
জীবন বৃক্ষের থেকে তুমিও,
ঝড়ে গেছো পুরনো প্রবঞ্চনায়।
অথচ
চাইলেই তুমি থেকে যেতে পারতে।
শহরের বহুল উচ্চারিত,
অবিচ্ছেদ্য হবার প্রতিজ্ঞাতে।
কিন্তু
তুমি থাকোনি আমার পাশে;
স্রেফ স্মৃতিতে নয়
আমি তো তোমাকেই,
চেয়েছি শেষ নিঃশ্বাসে।
তোমাকে হারিয়েও বেঁচে থাকা যায়,
তোমার অনুপস্থিতি ঘিরে
থাকা ভাল না থাকায়।

জানি-
সময় গড়িয়ে গেলে,
প্রয়োজন ফুরিয়ে এলে,
আমি হারিয়ে ফেলি মানুষ।
সবার মতো করে আমি,
তোমাকেও হারিয়ে ফেলেছি।
প্রেমার্ঘ্যে তোমাকে দেবী মনে হলেও,
আসলে তুমিও মানুষ।

ইবাদত
- কাজী নাবিল

নির্ঘুম চোখ নিয়ে আকাশ দেখেছি,
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শুনেছি ফজরের আজান।
ফজরের নামাজের মোনাজাতে,
একনিষ্ঠতার সহিত চেয়েছি তোমার কল্যাণ।

দুপুর ঘুমের ঠিক আগে,
নামাজে দাঁড়িয়েছি যোহরের।
খোদার কাছে নত হয়ে সিজদাহ্‌তে,
চেয়েছি তোমার ঠাঁই আমার বুকপাজরে।

আসরের শেষে জায়নামাজে বসে বিকালে,
তোমাকেই চাই আমি আমার মৃত্যুকালে।

বিকেল গড়িয়ে নেমেছে সন্ধ্যা,
সিজদাহ্‌ তে লুটিয়ে পড়েছি মাগরিবে।
তোমার হাজার বছর আয়ু হোক,
চেয়েছি তোমার না থাকা ভেবে।

সালাম ফিরিয়ে এশার সালাতে,
তোমার ততটাই চাই আমি আমার প্রতিটি প্রার্থনাতে।
আমি যতটা একনিষ্ঠ,
আমার খোদার ইবাদাতে।

ইন বেড উইথ আ ওমেন ২
- কাজী নাবিল

পূর্ণিমা স্নাত রাতে,
আলতোভাবে সঙঘৃষ্ট হয়েছে দুইজোড়া ঠোঁট,
একটা সিগারেটের আয়ুতে।
শ্বাস চুমুতে আমাদের,
গহব্বরে হয়েছে শ্বাসেরই বিনিময়।
বন্য প্রেমের বাসনায়
আমি এসেছি তোমার,
চোখের নিকটবর্তী সীমানায়।
গভীর হতে থাকা চুমুর
সমানুপাতিক হারে,
বিশদভাবে যাচ্ছি মিশে
পরস্পরের শরীরে।
নিঃশব্দে দুই শরীরের সন্ধিতে,
আমার হৃদয়ে তুমি,
উচ্চ শব্দে হয়েছো উচ্চারণ।
আপাদমস্তক আছড়ে পড়েছে,
স্পর্শকামী প্রেমের প্লাবন।
আর আসবে না রাত এমন,
এমন একটা রাতের চাহিদায়,
কেটে যাবে বাকিটা জীবন।
সুতরাং;
এসো
ভুলে যাই-
অতীত পরিসংখ্যান,
বর্তমান সমীকরণ,
ভবিষ্যত অভিসন্ধান।
তোমার প্রতিটি ভাজে,
লেগে থাকুক আমার ঘ্রাণ।
আয়ু ফুরালেও যাতে,
না পোহায় এই রজনী।
এ যেন আমার বহুল কল্পিত,
সেই রাত যার ভোর আমি কখনোই চাইনি।

আশ্রয়
- কাজী নাবিল

সব বাড়ি তো ঘর হয় না।
সব মানুষ তো,
স্বস্তি হয় না।
সব কোলে তো,
শান্তি পাই না।
সব নারীর স্পর্শে,
মায়ের ঘ্রাণ থাকে না।
বুকে স্পর্শ রাখা,
প্রত্যেকটা হাত হৃদয় ছুঁইতে পারে না।
তুমি তো আমার সেই সব ছিলে,
যা সমস্ত কিছু কেউ হতে পারে না।
বুকপাজের প্রত্যেকটা হাড়ে;
যার আদরের ছাপ ছিল,
আমার সেই মানুষটাই তো তুমি।
না মানুষ বললে,
সমান্যই বলা হয়।
তুমি ছিলে পৃথিবীর ভেতর,
আমার একটা পৃথিবী।
ইট-পাথরে গড়া বাড়ির শহরে,
তোমার ঠোঁট ছিল,
আমার একটা স্টপেজ।
বুকে ছিলে আমার একটা ঘর।
ছাড়ব না ভেবেই,
আকঁড়ে ধরে ছিলাম আমি।
ঠোঁট ভর্তি প্রেম নিয়ে,
বলেছিলাম ইউ আর হোম টু মি।
কেড়ে নিয়ে ঘর,
ভেঙে দিয়েছো না হওয়া সংসার।
সম্পর্ক তো তোমার কাছে ;
কেবলই একটা শব্দ।
অথচ,
যা ছিল একমাত্র আশ্রয় আমার।

আমি বদলে গেছি
- কাজী নাবিল

আমি বদলে গেছি,
সারাদিন তোমায় অহেতুক ভাবছি না।
তোমার সাথে থাকা স্মৃতি,
হাতড়ে বেড়াচ্ছি না।
অগোছালো হয়ে ওঠা;
কেউ না থাকার দিনে,
এসবের কোথাও তুমি নেই।
আমি মেনে নিয়েছি,
আমার চারপাশ জুড়ে থাকা তোমার রিক্ততাকেই।
প্রিয় কবির কবিতায়;
আমার সতর্ক চোখ,
কোন লাইনে খুঁজছে না আর তোমায়।
মেঘদল থেকে অরিজিৎ;
কারো গানের প্রিয় কোন লাইনে,
চোখ জুড়ে হচ্ছে না তোমার স্লাইডশো।
চাচ্ছি না ভেঙে দিতে,
তুমি আবার ফিরে আসো।
পাচ্ছো আর আশ্রয়,
আমার কোন প্রার্থনায়।
আজ তুমি উপলক্ষ নও,
আমার নির্ঘুমতায়।
তবু
জেগে থাকি রাত,
বিছানা ভর্তি নির্জনতা নিয়ে।
পরিচিত সমস্ত আড্ডায়,
তোমার কথা যাচ্ছি এড়িয়ে।
আমাদের যোগাযোগহীনতায়;
তোমায় ছুঁয়েছে অন্য পুরুষ,
আর
আমায় চিনতে শিখিয়েছে মানুষ।

নিজের থেকে তোমাকে;
যতটা মুছে দিচ্ছি,
কেবল বদলাচ্ছি বলে।
জেনে রেখো;
আমার মাঝে তুমি,
ঠিক
এতটা জুড়েই ছিলে।
তুমি ছাড়া ভাল না থাকলেও,
ব্যথাতুর জীবনে কেবলই বেঁচে আছি।
তুমি বলেছিলে;
সময়ের প্রয়োজনে মানুষ বদলায়,
তাই
আমিও ক্রমশ বদলে যাচ্ছি।

আমার শহর
- কাজী নাবিল

শহরের বুকে আমার;
শূণ্য হাত,হাতে ফুসফুস পোড়ানো সিগারেট।
বেদনাগ্রস্থ শরীর ভর করে থাকে;
ফেলা আসা সময়ের কাছে,
ফিরতে অক্ষম এক জোড়া পায়ের ওপর।
এলোমেলো এই জীবন,
গুছিয়ে লিখে রাখি কবিতায়।
থাকে না সম্পর্ক, পালটে গেছে বন্ধুরা,
চিরকাল থাকবে বলা নারী ও ছেড়ে যায়।
সাড়ে এগারো সিগারেট আয়ুতে,
আমার স্মৃতিজীবি জীবন দেখে
হেঁটেছি শ্যামলী স্কয়ার থেকে আদাবর।
কমলাপুর থেকে এয়ারপোর্ট,
দক্ষিণ সিটি থেকে উত্তর,
আমার প্রথম সবকিছুতেই
স্বাক্ষী থাকে এই শহর।
স্মৃতির আঁচড় কিংবা আদর।
সকল প্রসঙ্গত;
আমায় আগলে ধরে,
আমার প্রিয়তমা শহর।
তাই
পালাবো পালাবো করেও,
ছাড়া হয়না শহর।
যেহেতু
প্রানের শহর ঢাকা ,
আমার আতুরঘর।

এই
শহরের অলিতে-গলিতে ;
সঞ্চয় করা মুহূর্তের,
ততবার করেছি স্মৃতিচারণ।
যতবার কবিতায়,
লিখতে গিয়েছি জীবন।
ঢাকা তো আমার,
জীবনের মতো আপন।

আমার কাছে তুমি
- কাজী নাবিল

আমার কাছে তুমি,
সেই সূরা যা অর্থ না জেনেও করেছি মুখস্থ।
আমার কন্ঠে তুমি,
প্রিয় উচ্চারণ যা হয়েছে কণ্ঠস্থ।
আমার মগজে তুমি,
সে ভাবনা যাতে লিপ্ত থাকি রোজ।
আমার লোমশ বুকে,
তুমি অজ্ঞাতনামা এক অস্থিরতা।
পৃথিবীতে,
যার যৌক্তিক কারন আজও নিখোঁজ।
তুমি সে বন্য চুমু আমার অধরে,
নিঃশ্বাস বিনিময়ে যা তলিয়ে যায় গহব্বরে।
আমার চোখে দেখা,
তুমি সেই মনোরম দৃশ্য।
যা স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ে মনের সর্বস্ব
তুমি ঢেউ হয়ে আসা,
এক চিন্তার ভাজ আমার কপালে।
তুমি সেই চুমুর দাগ,
যা উজ্জ্বল হয়ে লেপ্টে থাকে আমার গালে।
তুমি ঐ স্নেহময়ী স্পর্শ আমার চিবুকে,
যা বরণ করি হাসিমুখে।
তুমি আমার দৈনিক জীবনের,
এক মৌলিক প্রয়োজন।
তুমি তো আমার সেই প্রিয়জন,
যার ভেতর খুঁজে পাই,
আমি আমার সমস্ত জীবন।

অংক না জানা মানুষ

- কাজী নাবিল

সম্পর্ক নিয়ে,
আমি অংক করতে পারিনা,
তাই হারানো সমস্ত স্পর্শের,
ছাপ দেখি হাতের রেখায়।
পারিনা বদলে যেতে,
সময় কিংবা পরিস্থিতির চাহিদায়।
আমি স্থির থাকি সেখানেই,
যেখানে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল আমায়।
নিকোটিনে পুড়ে যাওয়া,
এই ঠোঁট শিখেনি রাজনীতি।
তাই আমার কাছে;
আজও অর্থবহ সকলকে,
দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি।
এই চোখের ভাষায়,
কখনো ছিলনা মিথ্যাচার।
মুখোমুখি প্রতিটি প্রশ্নতে;
মন আর চোখ,
একই কথা বলেছে প্রতিবার।
ছেড়ে দিতে আকঁড়ে ধরার হাত,
খুঁজে পেতে চাইনি অজুহাত।
ভালবাসা নিয়ে হিসাববিজ্ঞান,
চলেনা আমার মনে।
তাইতো লাভ-ক্ষতির;
হিসাব করে ভালবাসা ছেড়ে কখনো,
চলে যেতে পারিনা ভাল থাকার সম্ভাবনার পথ পানে।

আমার কাছে তুমি
- কাজী নাবিল

আমার মুখোমুখি তুমি ভালবাসি বললে,
হৃদপিন্ডটা দূরন্ত শিশু হয়ে যায়।
তুমি চোখে চোখ রাখলে,
এ
কন্ঠের কথারা তোমার ময়ূরাক্ষীতে হারায়।
তোমায় পেলে আমার
সবচেয়ে নিকটতম ব্যবধানে,
অজানা এক স্বস্তি উঁকি দেয় প্রানে।
তোমার প্রতিটি ছোঁয়ায়,
স্নিগ্ধতা নিউরনে পৌঁছায়।
আলতোভাবে সঙঘৃষ্ট হত্তয়া ঠোঁটে,
দ্রুতগামী তুমি উপস্থিত হও হৃদয়ের চৌকাঠে।
দূরত্বকে আরও দূরে,
সরিয়েছে যে আলিঙ্গন।
পরস্পরের বুক মুখোমুখি থাকা ক্ষণে,
আমাদের হৃদয় অন্তরঙ্গতায় লিপ্ত তখন।
হৃদয় অন্তরঙ্গতার শেষার্ধে,
তুমি যে গভীর স্পর্শে আকঁড়ে ধরো আমায়।
তোমার ঐ গভীর স্পর্শকে,
কবি সোয়েব মাহমুদের কবিতা মনে হয় আমার।
যেন কবির কবিতার ন্যায়,
তোমার স্পর্শে ডুবে যাওয়া যায় বারংবার।
প্রতিবারের এমন মুখোমুখি দেখায়,
তোমায় নিজের ভেতর করে ফিরে আসি আমি আমার কবিতায়।